দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দেশের ৪৭টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

॥ আবু বকর সিদ্দিক হিরো ॥

কিশোরগঞ্জ, ১৯শে জুন।– সাবেক পথকলি বিদ্যালয় যা পরবর্তীতে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে মাত্র একটিসহ সারাদেশে মোট ৪৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সচল ও সক্রিয় অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও এগুলোর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ ঃ সাবেক পথকলি বিদ্যালয় নামে পরিচিত কিশোরগঞ্জের একমাত্র শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়। দৈনন্দিন পিটি প্রদর্শনীর একটি দৃশ্য। — সংবাদ

১০ বছর যাবৎ এসব বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক–শিক্ষিকাগণ জনপ্রতি মাত্র ৫শ' টাকা করে মাসিক সম্মানি ভাতার বিনিময়ে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। অথচ সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণপ্রদর্শন করে যাচ্ছেন অব্যাহতভাবে।

চরম অবহেলার শিকার এসব বিদ্যালয়ের ২ শতাধিক শিক্ষক–শিক্ষিকা 'টোকাই' নামে পরিচিত দেশের ছিন্নমূল শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালাতে গিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনকেই যেন আলোহীন করে তুলেছেন। এ বিদ্যালয়গুলো সরকারি হবে, শিক্ষক–কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ী হবে, তাদের বেতন মাত্র ৫শ' টাকা থেকে সরকারি শিক্ষকদের মত ২ হাজার ৫শ' টাকায় উন্নীত হবে, প্রাসঙ্গিক সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি পাবে– প্রত্যাশায় থেকে থেকে তারা প্রায় সকলেই সরকারি চাকরির বয়সসীমা হারিয়েছেন এবং আশায় আশায় বুক বেঁধে অনেকেই এ নেশার ঘোরে চরম আর্থিক ক্ষতিরও সম্মুখীন হয়েছেন।

বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি ও কিশোরগঞ্জ শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ সাদরুল উলা মাজু 'সংবাদ'–কে জানান যে, শিশু কল্যাণ বিদ্যালয়গুলোর সাথে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর তুলনা করলে দেখা যাবে কেবলমাত্র বেতন–ভাতা ছাড়া দায়িত্ব পালনের দিক থেকে এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে তেমন কোন পার্থক্য নেই। শিশু জরিপসহ জাতীয় পর্যায়ের যে কোন অনুষ্ঠান শিশু কল্যাণ বিদ্যালয়গুলো অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে। বৃত্তি ও সেন্টার পরীক্ষাসহ যেকোন শিশু প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে এসব বিদ্যালয় সুনাম অর্জন করছে।

এক কথায় প্রতিটি বিদ্যালয়ই একেকটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ইউনিট হিসেবে গড়ে উঠেছে। অথচ এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক–কর্মচারীরা নামমাত্র বেতন পান এবং তাও আবার ৬ মাস ৯ মাস বাকি পড়ে থাকে।

সাবেক পথকলি ট্রাস্ট ও পরবর্তীতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় পরিচালিত এসব বিদ্যালয়কে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য এলাকাবাসী আবেদন করেছেন।